কুষ্টিয়ায় পরিবহন শ্রমিকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার, বাস চলাচল শুরু

কুষ্টিয়ায় দাবি আদায়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকা বাস চলাচল আবার শুরু হয়েছে। শনিবার (১৮ এপ্রিল) দুপুর ১টায় কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে মালিক ও শ্রমিক নেতাদের মধ্যে বৈঠকে সমঝোতা হওয়ায় স্থানীয় রুটে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সমঝোতার পর কুষ্টিয়া-মেহেরপুর, কুষ্টিয়া-প্রাগপুর, কুষ্টিয়া- রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া-খুলনা-যশোর, কুষ্টিয়া-বরিশাল, কুষ্টিয়া- রাজশাহী, কুষ্টিয়া-পাবনা-সিরাজগঞ্জসহ বিভিন্ন রুটে বাস চলাচল শুরু হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মাহাবুল আলম জানান, সকাল ১১টায় পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে শ্রমিকদের দাবি উপস্থাপন করা হয়। পরে দুপুর ১টার দিকে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হওয়ায় কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা বাস মিনিবাস মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, শ্রমিক সংগঠনের নেতারা তাদের দাবির কথা জানান। দাবি পূরণ না হওয়ায় শুক্রবার থেকে সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। আজ বৈঠকে সমঝোতা হওয়ায় শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভোর থেকে কুষ্টিয়ার অভ্যন্তরীণ সব রুটে যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়। বাস-মিনিবাস মালিক গ্রুপের সঙ্গে কুষ্টিয়া-খুলনা-যশোর রুটে মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের বাসও বন্ধ ছিল। গত ১৫ এপ্রিলের মধ্যে দাবি মেনে নেওয়ার আল্টিমেটাম দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন না হওয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু হয়। পরে মালিক সমিতির শ্রমিকরাও এতে একাত্মতা প্রকাশ করে বাস চলাচল বন্ধ রাখেন।

শ্রমিকদের দাবির মধ্যে ছিল পরিবহন সংশ্লিষ্ট মালিকদের মতো শ্রমিকদেরও সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং শ্রমিক সংগঠনের নামে কুষ্টিয়া-খুলনা রুটে একটি বাস চলাচলের অনুমোদন।

ঝিনাইদহে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের অর্ধ-দিবস কর্মবিরতি

১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহে অর্ধ-দিবস কর্মবিরতি পালন করেছেন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন পরিষদ জেলা শাখা। সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ৪ ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করেন আন্দোলনকারীরা।

সেসময় ডিপ্লোমা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টে কর্মরত ও অধ্যয়ণরত শিক্ষার্থীরা কর্মবিরতিতে অংশ নেন। সেসময় ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি রেজাউল আলম, সহ-সভাপতি মাজহারুল ইসলাম, প্রবীর কুমার কুন্ডু, সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তারা বেতন বৈষম্যের শিকার। অন্য ডিপ্লোমাধারীরা ১০ম গ্রেড পেলেও তাদের দাবী মানা হচ্ছে না। তাই দ্রুত তাদের দাবী মেনে নেওয়ার আহবান জানান তারা। আজকের মধ্যে তাদের দাবী মানা না হলে আগামীকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করবেন বলে হুশিয়ারি দেন তারা।

এদিকে কর্মবিরতির কারণে ভোগান্তিতে পড়ে হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগীরা। সকাল থেকেই ফার্মেসী ও প্যাথলজির সামনে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে তাদের।

ঝিনাইদহে পরিবারকল্যাণ কর্মীদের ১০ দিনের কর্মবিরতি

নিয়োগবিধি বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহে ১০ দিনের কর্মবিরতি শুরু করেছে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মীরা।

মঙ্গলবার সকাল থেকে সদর উপজেলা কার্যালয়সহ বিভিন্ন উপজেলায় কর্মবিরতি দিয়ে অবস্থান নেয় পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারীররা। আন্দোলনকারীরা পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ বর্জনের ঘোষণা দিয়ে অবস্থান নেন।

সেসময় পরিবার কল্যাণ সহকারী রেহেনা পারভীন, কেয়া রানী প্রামানিক, পরিদর্শক জিয়াউর রহমান, পরিদর্শিকা অর্চনা রানী বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, পরিবারকল্যাণ কর্মীরা প্রসূতি স্বাস্থ্যসেবা, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিসেবা, টিকাদান কর্মসূচিসহ নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। অথচ চাকরি রাজস্ব খাতে থাকলেও কোনো পদোন্নতি হচ্ছে না।

তাই দ্রুত নিয়োগবিধি-২০২৪ বাস্তবায়ন করার দাবী জানান তারা। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এ কর্মবিরতি চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

চার দফা দাবিতে মেহেরপুরে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের কর্মবিরতি

চার দফা দাবিতে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করছেন দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) কর্মবিরতির অংশ হিসেবে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির চলমান বার্ষিক পরীক্ষাও বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

এর আগে রোববার দীর্ঘদিনের পেশাগত মর্যাদা ও বেতন-ভাতা সংক্রান্ত দাবিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের সামনে দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা। এরপর বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির ব্যানারে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেওয়া হয়।

শিক্ষকদের চার দফা দাবির মধ্যে রয়েছে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদকে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত করা, পেশাগত মর্যাদা পুনর্বহাল, বেতন-ভাতা বৈষম্য দূরীকরণসহ অন্যান্য দাবি।

শিক্ষক নেতারা জানান, দাবি আদায় হলে শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলো নেওয়া হবে এবং ডিসেম্বরের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে। তবে দাবি পূরণ না হলে কর্মবিরতি অব্যাহত থাকবে।

গত ২৪ নভেম্বর থেকে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

ঝিনাইদহে বেসরকারি শিক্ষকদের কর্মবিরতি ও প্রতিবাদ সমাবেশ

এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, ১৫০০টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতা প্রদানের দাবিতে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচী পালনরত শিক্ষকদের উপর পুলিশের হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ঝিনাইদহের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি ও শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে ঝিনাইদহ সদর, হরিণাকুণ্ডু, শৈলকুপা, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলার বিভিন্ন বেসরকারী

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই কর্মসূচী পালন করে। শিক্ষকদের উপরে হামলার প্রতিবাদে হরিণাকুণ্ডুর সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজ, জোড়াদহ কলেজ, প্রিয়নাথ স্কুল এন্ড কলেজ, হাজী আরশাদ আলী কলেজ, মানদিয়া আইডিয়াল কলেজ, পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঘোড়াগাছা লাল মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দখলপুর সিদ্দিকীয়া ফাজিল মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মবিরতিসহ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন পালন করে।

এছাড়া শিক্ষক কর্মচারীদের যৌক্তিক দাবির সাথে একাত্বতা ঘোষণা করেন এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান হরিণাকুণ্ডু আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব মুর্শেদ শাহিন।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোটের সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার জানান, এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের জাতীকরণের দাবিতে আমরা গত ৭ অক্টোবর ঢাকাতে একটি প্রোগ্রাম করেছিলাম। সেখানে আমাদের নেতাদের দাবি ছিলো জাতীয়করণের। তবে শিক্ষকদের দাবি নিয়েই যখন আন্দোলন হচ্ছে সেখানে, তাই অনাকাঙ্খি ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এই শিক্ষক নেতা।

ঝিনাইদহ সদরের আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শাহীন রেজা জানান শিক্ষকদের উপরে হামলার তীব্র নিন্দা জানায় এবং শিক্ষকদের যোক্তিক দাবি বাস্তবায়ন করার জোর দাবি করছি। এছাড়া সদর উপজেলার ঝিনাইদহ কলেজ, উত্তর নারায়নপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাঞ্চননগর স্কুল এন্ড কলেজ, ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ, ফজর আলী স্কুল এন্ড কলেজ, কালীগঞ্জের নুর আলী ডিগ্রি কলেজ, শৈলকুপার গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মিয়া জিন্না আলম ডিগ্রি কলেজসহ জেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিনভর স্কুলে উপস্থিত থেকে কর্মবিরতি পালন করে। জেলার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের উপরে হামলার প্রতিবাতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ পালন করে আন্দোলনকারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে। কর্মবিরতি কালে শিক্ষকরা জানান, তিনদফা দাবি বাস্তবায়ন না হলে তারা ক্লাসে ফিরে যাবেন না। অনেক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের এই আন্দোলনের সাথে শরিক হন। এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল বারী জানান, শিক্ষক কর্মচারীদের উপরে হামলা হলে তারা তো প্রতিবাদ করতেই পারে। এখানে আমাদের কি বলার আছে এ ব্যাপারে সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই হবে।

দশর্না মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতি

দশর্না মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ্যাডহক কমিটির দুইজনকে না জানিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ায় শিক্ষকগণ কর্মবিরতি পালন করছেন। গতকাল গোপনে এ্যাডহক কমিটির আহ্বায়ক প্রভাষক মশিউর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইকরামুল হক গোপনে ঐ শিক্ষককে নিয়োগ দেয়।

এ বিষয়ে অভিভাবক প্রতিনিধি লুৎফর রহমান ও শিক্ষক প্রতিনিধি আবুল কাশেম মিল্টনকে না জানিয়ে এ ধরণের নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ক্লাস বন্ধ রেখে কর্মবিরতি পালন করেন। শিক্ষকরা বলেন, এ্যাডক কমিটির নিয়োগ প্রদান করার কোনো একতিয়ার নেই। এছাড়া পূণার্ঙ্গ কমিটি গঠন না হওয়া পযর্ন্ত কোনো প্রকার নিয়োগ দেওয়ার নিয়ম নেই।

এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের নিকট ফোন করলে, তাকে ফোনে পাওয়া যায়নি। এ্যাডহক কমিটির আহ্বায়ক প্রভাষক মশিউর রাহমানের নিকট বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ নিয়োগ দেওয়ার সময় অভিভাবক প্রতিনিধি ও শিক্ষক প্রতিনিধি ছিলেন, রেজুলেশন খাতায় তাদের স্বাক্ষর আছে। তবে তারা নিয়োগের পক্ষে মতামত দেয়নি। এছাড়া এ্যাডহক কমিটি ক্ষমতাবলে আস্থায়ী নিয়োগ দিতে পারে। তাদের ব্যাক্তিগত বিরোধের কারণে নিয়োগের পক্ষে মতামত দেয়নি।

চাকরী স্থায়ীকরণের দাবিতে

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎ অফিসের লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি

চাকরি স্থায়ীকরণ, বয়সসীমা শিথিলসহ ৪ দফা দাবীতে কর্মবিরতি দিয়ে বিক্ষোভ করেছে ঝিনাইদহ ওজোপাডিকোর লাইন সহকারীরা।

বৃহস্পতিবার সকালে ৩য় দিনের কর্মসূচী হিসেবে বিদ্যুৎ অফিসের সামনে অবস্থান নেয় লাইন সহকারীরা। সেসময় আন্দোলকারীরা তাদের দাবী সম্বলিত নানা দাবী তুলে শ্লোগান দেন। এই কর্মসূচীতে লাইন সহকারী ইমামুল হক রকি, রিপন হোসেন, শাহীন আলম, শাকিল আহম্মেদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, জীবনের ঝুকি নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে কাজ করলেও তারা বেতন ভাতা পান না। আমাদের দিয়ে কাজ করানোর পরও কর্তৃপক্ষ চাকরি স্থায়ী করছেন না। বক্তারা, চলমান নিয়োগ সংশোধন ও লাইন সাহায্যকারী (গ্যাটিস) শ্রমিকদের চাকরী স্থায়ীকরণ, বয়সসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল, বিকলাঙ্গ শ্রমিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরী স্থায়ী ও মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকের পরিবারের সদস্যের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি প্রদাণের দাবী জানান।

বক্তারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে এই আন্দোলন চালিয়ে গেলেও আজও তা পুরণ হয়নি। বর্তমানে আমরা নতুন কর্মসূচী হাতে নেওয়ার পর একটি মহল আমাদেরকে নানা ভাবে হেনস্থা করছে। এমনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে দেশের কয়েকটি স্থানে। দ্রুত এসব বন্ধ ও তাদের দাবী পুরণ করা না হলে কঠোর কর্মসূচী দেওয়ার ঘোষণা দেন।

মেহেরপুর পৌরসভার কর্মচারীদের

কর্মবিরতি পালন

রাষ্ট্রিয় কোষাগার থেকে বেতনভাতা ও বকেয়া বেতনের দাবিতে মেহেরপুরে কর্মবিরতি পালন করছে পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মঙ্গলবার (৩ জুন) সকাল থেকেই কাজ বন্ধ করে পৌরসভা চত্ত্বরে নেমে আসেন তারা। ঈদের আগেও বেতন না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন সকলে। বলছেন, বেতন না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা।

মেহেরপুর পৌরসভা কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি খলিলুর রহমান জানান, প্রায় ২৬ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে মেহেরপুর পৌরসভার কর্মকর্তা- কর্মচারীদের। সে বেতন দেওয়ার কোন আভাসই পাওয়া যাচ্ছেনা। আবার পরিবার পরিজন নিয়ে যে ঈদ পালন করবেন কর্মচারীরা তারও সুযোগ নেয়। কারণ ঈদের আগের পাওনা বেতনও এখন পর্যন্ত দেয়নি পৌরসভার কতৃপক্ষ। দোকানে দেনা, ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার খরচ যোগান দেওয়া থেকে শুরু করে পরিবার পরিজন নিয়ে চলতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের। দ্রুত বেতন প্রদান না করলে কঠোর কর্মসূচীর ঘোষণা দেন তারা।

এদিকে ঈদের আগে পৌরসভার সকল সেবা বন্ধ হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে জরুরী সেবা বন্ধ হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে তারা। দ্রুত বিষয়টির সমাধানের দাবি জানান ভূক্তভোগীরা।

হরিণাকুণ্ডুতে এমপিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের কর্মবিরতি পালন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে উৎসব ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে বেসরকারী এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কালো ব্যাচ ধারণ এবং দুই ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেছে। জানা যায় গতকাল শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বেসরকারী শিক্ষকদের পবিত্র ঈদুল আযাহা’র উৎসব ভাতা ২৫ শতাংশ

বৃদ্ধি পেলেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের তা বাড়েনি সেকারেণ তারা এই কর্মবিরতি পালন করছেন।

উপজেলার হাজী আরশাদ আলী ডিগ্রি কলেজ, ভালকী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঘোড়াগাছা লাল মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জোড়াদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দখলপুর সিদ্দিকীয়া ফাজিল মাদ্রাসাসহ উপজেলার অধিকাংশ স্কুল কলেজ এই কর্মবিরতি পালন করেছে। এতে বেলা ১২টা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের কোন ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী পরিষদ হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নায়েব আলী জানান, উৎসব ভাতা বৃদ্ধির নতুন প্রজ্ঞাপনে কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ঝিনাইদহ জেলা সহ সারাদেশের এমপিওভূক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা বুধবার ২৮মে তারিখ থেকে কালো ব্যাচ ধারণ এবং দুই ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেন। তিনি আরো বলেন বর্তমান বৈষম্য বিরোধী ও তারুন্যের সরকার আমাদের ন্যায্য দাবি মেনে নিয়ে শত ভাগ উৎসব ভাতার ঘোষণা দিয়ে তা বাস্তবায়ন করবেন বলে আশা করছি।

যদি আমাদের দাবি অন্তর্বর্তী সরকার পূরণ না করে তাহলে সারা দেশব্যাপী আমরা নতুন কর্মসূচী ঘোষণা দিয়ে আন্দোলনে যাব। এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী বলেন আমি বিষয়টি জানি, তবে ক্লাস বন্ধ রেখে কোন আন্দোলন করা যাবেনা বলে তাদের জানিযেছি। এবিষয়ে হাজী আরশাদ আলী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবুল কাসেম বলেন কর্মচারীরা তাদের উৎসব ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছে। তবে কলেজের অন্যান্য কক্ষ খোলা ছিল। তিনি মনে করেন এটা তাদের যৌক্তিক দাবি সরকারের এটা মেনে নেওয়া উচিৎ।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুদুল হক টিটু বলেন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কালো ব্যাচ ধারণ ও কর্মবিরতি পালন করেছে, তবে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। তিনি আরও বলেন তাদের নৈতিক দাবির পক্ষে আমরা থাকব তবে কোন ভাবেই যেন প্রতিষ্ঠানের ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ করে কর্মসূচী পালন করা না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

ঝিনাইদহে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের দুই ঘন্টার কর্মবিরতি

ঝিনাইদহে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা দুইঘন্টা ব্যাপি কর্মবিরতি পালন করেছে।

সোমবার (৫ মে) সকালে ডিসি কোর্টের সামনে বিভিন্ন দাবিতে বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারি এ্যাসোসিয়েশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে এই কর্মসূচী পালন করে।

বিচার বিভাগের জন্য সূপ্রীম কোর্টের অধীন পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মচারীগণকে বিচার বিভাগের সহায়ক কর্মচারী হিসেবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতন স্কেলের আলোকে বেতন ভাতা প্রদান, বিদ্যমান জুডিসিয়াল সার্ভিসের বেতন স্কেল ৭ম-১২তম গ্রেডভুক্ত করা এবং বিদ্যমান ব্লকপদ বিলুপ্ত করে যুগোপযোগী পদ সৃজনপূর্বক যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ রেখে স্বতন্ত্র নিয়োগ বিধি প্রণয়নের দাবীতে তারা এই কর্মবিরতী পালন করেছে। অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মচারীগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সর্বাত্মক শান্তিপূর্ণভাবে কর্মবিরতি পালন করে।

ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আমাদ উদ্দীনের সভাপতিত্বে বক্তব রাখেন বিচার বিভাগীয় কর্মচারি এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতা ও ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আসাফ উদ দৌলা মাসুম, এছাড়াও কোর্টের নাজির সাইফুল ইসলাম নান্নু, সিজেএম আদালতের নাজির হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।